[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

প্রয়োজনীয় পোশাক, সাবান, পানি, স্যালাইন ঔষধসহ বিভিন্ন ত্রান সামগ্রী নিয়ে রওনা হয় দলটি। এসময় ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে রওনা হওয়া প্রতিনিধিরা সকলের কাছে নিজেদের এবং বন্যা কবলিত মানুষদোর জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন।

এর আগে বন্যায় কবলিত মানুষদের সহযোগিতায় কথা বলেন হোটেল বাজর ব্যাবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল সিমন।

এছাড়াও এসময় ব্যাবসায়ী সমিতির সিনিয়র সহ সভাপতি শেখ মোমিন, আনন্দ টিভির জেলা প্রতিনিধি মিজানুর রহমান, বার্তা মেহেরপুরের প্রকাশক রাশেদ খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে এক সার ব্যবসায়ীর ৭০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের বামনপাড়ার আমানুল্লাহ ট্রেডার্সে ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বামনপাড়ার আমানুল্লাহ ট্রেডার্সে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আদালত পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে সার বিক্রি করা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক দোকানে সাজিয়ে রাখার অপরাধে দোকান মালিক আমানুল্লাহকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সাইফুল্লাহ মাহমুদ এবং মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি টিম।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, বামনপাড়ার মেসার্স আমানুল্লাহ

ট্রেডার্সের বিরুদ্ধে সরকার নির্ধারিত অতিরিক্ত দামে সার বিক্রির অভিযোগ ছিল। এছাড়াও এই সারের দোকানটিতে মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রির উদ্দেশ্যে সাজানো ছিল। দোকান মালিক আমানুল্লাহকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪০ ও ৫১ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

একই অভিযানে শহরের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বিভিন্ন দোকানেও অভিযান চালানো হয়।

পাটকাঠি বিক্রি করে লোকসান তুলতে হচ্ছে মেহেরপুরের পাট চাষিদের

মেহেরপুরে কয়েক বছর যাবৎ বৈরী আবহাওয়ার কারনে সেচের পানি ব্যবস্থা করে পাট আবাদ করেছিলেন চাষিরা। ভাল লাভের আশায় পাট চাষ করলেও কাংখিত ফলন বিপর্যয় ও ন্যায্য দাম না পাওয়ায় হতাশ চাষিরা। চাষিরা বলছেন এবছর পাটের আঁশ কম এবং দামও কম। খরচের টাকায় উঠছেনা। পাটের মূল্যবৃদ্ধি না হলে আগামীতে পাট চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন বলে জানিয়েছেন তারা।

পাট চাষরিা বলছেন, কয়েক বছর ধরে মেহেরপুর জেলায় অনাবৃষ্টি ও প্রচন্ড তাপদাহের কারনে পাটের আবাদে উৎপাদন খরচ হয়েছে দ্বিগুণ। পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় ফলন বিপর্যয় ঘটেছে। পাটের ন্যায্যমূল্য না পেয়ে অনেক চাষি পাটের আবাদ ছেড়ে দিয়েছেন। এবছরেও অনেক চাষি পাটের আবাদ করেছেন বুকভরা আশা নিয়ে। কিন্তু সে ‘গুড়ে বালি’ এবছরেও পাটের ফলন হচ্ছেনা,আবার দামও কম। পাট উৎপাদনে যে টাকা খরচ হয়েছে তা উঠছেনা। এমনটা চলতে থাকলে আগামিতে আর পাট চাষ করবেননা চাষিরা।

জেলা কৃষি বিভাগর তথ্য মতে, চলতি মৌসুমে মেহেরপুরের গাংনী,মুজিবনগর, সদরসহ মোট তিনটি উপজেলায় ১৬ হাজার ৬৩০ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে। জেলায় এবছর ২ লাখ ৪০ হাজার ৬৩৬ বেল পাট

উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। রোপনকৃত সব পাটই প্রায় মেচিওউর হয়ে গেছে । জমি থেকে পাট কেটে পুকুর ডোবা কিংবা জমিতেই স্যালোমেশিন দিয়ে পানির ব্যবস্থা করে পাট পচানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পর্যাপ্ত পানি না পাওয়ায় পাটের রং হচ্ছে কালো। এতে দাম কম পাচ্ছেন পাট চাষিরা। বিশেষ করে দক্ষিণ পশ্চিমাংশের পাটের আঁশ তুলনামূলক কম ও রংয়ের পার্থক্য থাকায় সরকার নির্ধারিত মুল্য থেকে বঙ্চিত হচ্ছেন। পাট ব্যবসায়ীরা জানান, এবছর শুকনা পাট বিকিকিনি চলছে ১৯০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা।

গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামের পাটচাষি ইদ্রিস আলী জানান, তিনি চৈত্র মাসের শেষের দিকে দুই বিঘা জমিতে পাট বীজ রোপন করেছিলেন। অতিখরার কারনে দুদিন পরপর সেচ দিতে হতো। নিড়ানি,সার,বিষসহ প্রতিবিঘা জমিতে খরচ হয়েছে প্রায় ১৫ হাজার টাকা। কিন্তু এখন পাট কেটে পঁচানো থেকে শুরু করে আঁশ ছাড়ানো পর্যন্ত যে খরচ হচ্ছে তা উঠছেনা।

মাইলমারি গ্রামের পাটচাষি হবিবর রহমান বলেন, এক বিঘা জমির পাট কাটতে এবং বহন করে পুকুরে পঁচানো পর্যন্ত খরচ হচ্ছে ৫ হাজার টাকা। সেই পাট আঁশ ছাড়াতে শ্রমিক খরচ হচ্ছে ৩ হাজার টাকা। এক বিঘা জমিতে পাট হচ্ছে ১২ থেকে ১৩মণ। প্রতিমণ পাট বিক্রি হচ্ছে ১৯০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা। কাঁচা পাট বিক্রি হচ্ছে ৪৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা। এতে আমাদের খরচের টাকায় উঠছেনা। পাটকাঠি বিক্রি করে খরচের টাকা তুলতে হচ্ছে।

ষোলমারি গ্রামের পাট চাষি ছহিরুদ্দিন বলেন, তিনবছর যাবৎ পাটের আবদ করে লোকসান গুনতে হয়েছে। এবছরেও লোকসান হচ্ছে। আগমীতে আর পাটের আবাদ করবোনা। অন্য আবাদে ফিরে যাব।

ভাটপাড়া গ্রামের পাটচাষি আব্দুল আলিম বলেন, ভারতের মহারাষ্ট্র জাতের পাট লম্বা হয় ৭ থেকে ৮ ফুট। কিন্তু এবছর অনাবৃষ্টির কারনে পাট বাড়তে পারেনি। ৪থেকে৫ ফুট লম্বা হয়েই পাট জমিতে শুকিয়ে গেছে। যার ফলে পাটে ফলন কম। এবং আঁশ হয়েছে পাতলা। যদি পাটের ন্যায্যমূল্য থাকতো তাহলে এতেই পুষিয়ে যেত।

পাটের আঁশ ছাড়ানো শ্রমিক লোকমান হোসেন জানান, সকাল ৮টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২ টা পর্যন্ত পাটের আঁশ ছাড়ানোর মজুরি ৬০০ টাকা। প্রায় ১মাস ধরে পাট সংগ্রহের ভরা মৌসুম। চাষিরা দাম পেলে আমাদেরও ভাল লাগে। বৈরী আবহাওয়ার কারনে পাটের ফলন কম এবং ওজন

হচ্ছেনা। পাট মোটা না হওয়ায় আঁশ ছাড়ানোর শ্রমিক লাগছে বেশি।

নওয়াপাড়া গ্রামের পাট ব্যাবসায়ী আফিরুল ইসলাম, আমজাদ হোসেন, কালিগাংনীর শহিদুল ইসলাম, গোপালনগর গ্রামের ব্যবসায়ী আজমাইন হোসেন জানান, শুকনা পাটের বর্তমান বাজার মুল্য ১৯৫০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা। কাঁচা পাট বিক্রি হচ্ছে ৪৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা বেল। মেহেরপুরের পাট বড় না হওয়ায় পাটের চাহিদা কম। এখন পর্যন্ত পাট কিনছি। কিন্তু বিক্রি করতে পারছিনা। পাট শুকিয়ে গোডাউনে রেখে দিচ্ছি। আগামীতে দাম পেলে বিক্রি করবো। আর যদি দাম আরও কমে যায় তবে লোকসান হবে।

পাট ব্যবসায়ী ইন্দাদুল হক বলেন,নদী এলকার পাটের দাম ভাল । কিন্তু মেহেরপুর জেলায় খাল বিল বা পুকুরে পানি না থাকায় পাটের রং সোনালী হওয়ার পরিবর্তে কাদাযুক্ত কালো হচ্ছে। যার ফলে এখানকার পাটের চাহিদা একেবারেই কম। পাট প্রক্রিয়াজাতকরন কোন কোম্পানি পাট কিনতে চাচ্ছেনা।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার বলেন, আমাদের মেহেরপুর জেলায় অনাবৃষ্টির কারনে পাট বাড়তে পারেনি। আঁশ হয়েছে পাতলা। ওজনও কম হচ্ছে। খালে বিলে পাট পচানোর জন্য পানি না পেয়ে কৃষকরা গর্ত করে সেচ দিয়ে পাট পঁচানোর ব্যবস্থাকরছেন। এতে পাটের যে প্রকৃত রং তা হচ্ছেনা। ফলে নদী এলাকার পাটের তুলনায় দাম কম পাচ্ছেন। তারপরেও সনাতন পদ্ধতি বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাট পঁচানো এবং আঁশ সংগ্রহে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করে বাংলাদেশর ইতিহাস

প্রথম টেস্ট জিতে সিরিজে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ। এবার দ্বিতীয় টেস্টেও পাকিস্তানকে হারিয়ে হোয়াইটওয়াশ করলো টাইগাররা। স্বাগতিকদের ৬ উইকেটে হারিয়েছে নাজমুল হাসান শান্তর দল। এ নিয়ে বিদেশের মাটিতে তৃতীয়বারের মতো টেস্ট সিরিজ জয়ের স্বাদ পেল লাল-

সবুজের প্রতিনিধিরা।

প্রথম ইনিংসে ২৭৪ রানে অলআউট হয় পাকিস্তান। জবাবে লিটন দাসের দুর্দান্ত সেঞ্চুরিতে ২৬২ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। ১২ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দুই টাইগার পেসার হাসান মাহমুদ ও নাহিদ রানার বোলিং তোপে ১৭২ রানে অলআউট হয় স্বাগতিকরা। বাংলাদেশের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১৮৫ রান।

পাকিস্তানের দেওয়া ১৮৫ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে বিনা উইকেটে ৪২ রান সংগ্রহ করে চতুর্থ দিন শেষ করেছিল বাংলাদেশ। দুই টাইগার ওপেনার জাকির হাসান ২৩ বলে ৩১ ও সাদমান ইসলাম ১৯ বলে ৯ রানে অপরাজিত থেকে পঞ্চম দিনে খেলতে নামে। দিনের শুরুতেই দলীয় ৫২ রানে সাজঘরে ফিরে যান জাকির। ৩৯ বলে ৪০ রান করেন তিনি।

জাকিরের বিদায়ের পর দলীয় ৭০ রানে ৫১ বলে ২৪ রান করে আউট হন আরেক ওপেনার সাদমান। এরপর ক্রিজে আসা মুমিনুলকে সঙ্গে নিয়ে দিনের শুরু ধাক্কা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন শান্ত।

দেখেশুনে খেলতে থাকেন এই দুই ব্যাটার। মুমিনুলকে সঙ্গে নিয়ে ৫৭ রানের জুটি গড়েন শান্ত। তবে দলীয় ১২৭ রানে ৮২ বলে ৩৮ রান করে সাজঘরে ফিরে টাইগার অধিনায়ক। এরপর মুশফিকুর রহিমকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাট করতে থাকেন মুমিনুল।

তবে দলীয় ১৫৩ রানে ৭১ বলে ৩৪ রান করে আউট হন মুমিনুল। তার বিদায়ের পর সাকিব আল হাসানকে সঙ্গে নিয়ে রানের চাকা সচল রাখেন মুশফিক। ৫৬ ওভারে দলের জয় নিশ্চিত করেন এই দুই ব্যাটার। মুশফিক ৫১ বলে ২২ ও সাকিব ৪৩ বলে ২১ রানে অপরাজিত থাকেন।

সূত্র: ইত্তেফাক

গণঅধিকার পরিষদ নিবন্ধন পাওয়াই

মেহেরপুরে আনন্দ র্যালি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক সহসভাপতি নুরুল হকের নুরের দল গণঅধিকার পরিষদকে নিবন্ধন দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে ফুল বিতরণ ও আনন্দ র্যালির আয়োজন করেছে গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি) মেহেরপুর জেলা শাখা।

সোমবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে আনন্দ র্যালিটি মেহেরপুর শহরস্থ সার্কিট হাউজ মোড় হতে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

গণঅধিকার পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন গণঅধিকার পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক মোঃ খালেছুর রহমান খান।

এছাড়াও এসময় গণঅধিকার পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার যুগ্ম আহবায়ক মোঃ তোফাজ্জল হোসেন চঞ্চলসহ অন্যান্যরা সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গত ২৮ আগষ্ট মেহেরপুরে সন্ত্রাস দমন আইনে একটি মামলা হয়েছে যা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে করা হয়েছে বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত সংবাদ নিয়ে তারা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে ওই মামলার সাথে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নেই।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠণটি জানিয়েছে, আমরা মেহেরপুরের ছাত্র সমাজ “মেহেরপুর বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন” ব্যানারে গণঅভ্যুত্থানের আগে ও পরে বিভিন্ন কর্মকান্ডে পরিচালনা করছি।

সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরে সংস্কারমূলক কাজ করে যাচ্ছি।

গত ২৮ আগস্ট, ০৫ আগস্টের সন্ত্রাসী কার্যক্রম নিয়ে একটি মামলা দায়ের হয়। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে সংবাদ প্রচার হয় “মেহেরপুর বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন” মামলা দায়ের করেছে। আমরা এই মর্মে বিবৃতি দিচ্ছি যে, এই মামলা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে করা হয়নি। এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে করা মামলা এবং এর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। মেহেরপুর বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এই মামলার কোন প্রকার দায়ভার নেবে না।

গাংনীতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যুবকের প্রাণহানি

মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নোমান হোসেন (২৪) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার (১ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে মেহেরপুর কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহসড়কের গাংনী উপজেলার অলিনগর গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত নোমান কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার বিলবোয়ালিয়া গ্রামের জহুরুল ইসলামের ছেলে। সে গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামে নানা আইয়ুব আলীর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নিহত নোমান গাংনী থেকে বামন্দীর দিকে দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অলিনগর নামক স্থানে পৌছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে রাখা বালির স্তুপের সাথে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে।
স্থানীয়দের সহযোগিতায় বামন্দী ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের ইন্সপেক্টর রুবেল রানা সঙ্গীয় কর্মীসহ তাকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক আবীর হাসান তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চিকিৎসক আবীর হাসান জানান, হাসপাতালে আনার আগেই মারা গেছে সে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত নোমানের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। পরিবারের লোকজনকে খবর দেওয়া হয়েছে তারা আসলে পরবর্তি সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

মেহেরপুর তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির কমিটি গঠন

মেহেরপুর তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির কমিটি গঠন করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকালের দিকে মোঃ আব্দুস সামাদ সভাপতি ও মোঃ হাফিজুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে এ কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির বাকি সদস্যরা হলো, সিনিয়র সভাপতি হাজী মোঃ আব্দুল লতিব, সহ সভাপতি মোঃ রুহুল আমিন, যুগ্ম সম্পাদক মোঃ রনি মিয়া, সহ সম্পাদক মোঃ সাহেব আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ নাছিম খাঁন, প্রচার সম্পাদক মোঃ রাশেদুজ্জামান বাপ্পি, দপ্তর সম্পাদক মোঃ আবু সাঈদ, ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ আবুল কালাম আজাদ টিটু, অর্থ সম্পাদক আব্দুল মতিন, নির্বাহী সদস্য মোঃ লিটন মিয়া, মোঃ আনিছুর রহমান ভুলু, মোঃ মফিজুল ইসলাম, মোঃ নিরু মোল্লা, আলি হোসেন, শ্রী পানা হালদার।

এ ছাড়াও প্রধান উপদেষ্টা মোঃ আনারুল হক কালুসহ উপদেষ্টা মোঃ আহসান হাবিব, আব্দুস সাত্তার মিয়া, তারিফ খাঁন, আফতাব উদ্দিনকেও কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]